R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পাণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার
সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস,
ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬১শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮১ সাল।
২৪শে জুলাই, ১৯৭৪ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

অক্টোবরে ফরাক্কার জল কোলকাতায়

ফরাক্কা—গত ২২ জুলাই কোলকাতা পোর্ট কমিশনের চেয়ারম্যান পি, সি মিত্রের নেতৃত্বে চোদ্দ-জন কমিশনার সহ সি, পি, সির বহু পদস্থ কর্মচারী ফরাক্কা এসেছিলেন বাঁধ প্রকল্পের কাজ আর ফীডার ক্যানাল দিয়ে কি নাগাদ কোলকাতায় জল পৌঁছুবে, তাই দেখতে। ওই দলে বিশিষ্ট ইনজিনীয়ার বি, কে ভট্টাচার্য্যও ছিলেন।

ফরাক্কায় এসে তাঁরা দেখে গেলেন ফীডার কাজের অগ্রগতি। স্থানীয় ব্যারাজ কর্তৃপক্ষ আগামী অক্টোবর নাগাদ গঙ্গার জল ফীডার ক্যানাল দিয়ে ভাগীরথীতে চালান হবে জানালে তাঁদেরকে বেশ খুশী দেখা যায়। আর তাঁরাও বিশ্বাস করেছেন যে, প্রদত্ত সময়ে জল চালান সম্ভব হবে। এ ছাড়াও ওই দল ফীডার ক্যানালের উপর ধুলিয়ান-পাকুড় নির্মীয়মান ব্রীজটিও দেখেছেন। আর দেখেছেন জঙ্গিপুর ব্যারেজ। জঙ্গিপুর ব্যারাজে এখনো কিছু টুকটাক কাজ বাকী আছে যা নাকি প্রদত্ত সময়েই শেষ হয়ে যাবে। ফরাক্কার জল কোলকাতা পৌঁছুনোর পরিপ্রেক্ষিতে এখানে তাঁদের নিয়মিত মাসিক সভা করে আলোচনা সেরে নিয়েছেন নিজেদের মধ্যে।

এর আগে গত সপ্তাহে দুদিনের সফর শেষ করে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের একটি দল ফরাক্কা দেখে ফিরে গেলেন। নেতৃত্বে ছিলেন বাংলাদেশের ডাঃ বি, এম, আব্বাস এবং ভারতের কেন্দ্রীয় অতিরিক্ত সচিব সি, সি প্যাটেল। ডাঃ আব্বাস এর আগেও কয়েকবার ফরাক্কায় এসেছিলেন। প্রথমবারের আবহাওয়া ছিল অন্যরকম।

গ্রীষ্মকালে ব্যারাজের ভাটিতে গঙ্গার জলের অবস্থা সম্পর্কে পর্য্যবেক্ষণ এবং আলোচনাই ছিল প্রধান বিষয়। আলোচনা এবং আদানপ্রদান কাগজের মাধ্যমে হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারটি ডেলিকেট পর্য্যায়ে থাকায় দুই দেশের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে। উভয় প্রধান মন্ত্রী মতামত নির্দ্ধারণ করবেন।

অফিস আছে অফিসার নাই

সুতী ১ নম্বর ব্লকে বি, ডি, ও, কো-অপারেটিভ ইনস্পেকটর, ক্যাশিয়ার এবং করেসপনডেন্ট ক্লারক নাই। দীর্ঘ দিন ধরে এই সব অফিসার ছাড়াই অফিসের কাজকর্ম চলছে। প্রকাশ, মাঝে একবার একজন বি, ডি, ও-কে এই ব্লকে পাঠানো হয়েছিল, তিনি নাকি যোগদান করেননি। ক্যাশিয়ারের চারজে আছেন একজন এগরিকালচার ক্লারক। অন্য অফিস থেকে এই অফিসে রিমাইনডার বা কোন চিঠি পাঠালে উত্তর আসতে সময় লাগে এক বছর। ব্লকের ছ'টা অঞ্চলের জন্য ছ'জন গ্রামসেবকের পরিবর্তে আছেন মাত্র তিনজন।

সাগরদীঘি সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে প্রায় দু'বছর কোন সাব-রেজিষ্ট্রার যোগদান করেননি। জঙ্গিপুরের সাব-রেজিষ্ট্রার সপ্তাহে দু'দিন এখানে এসে অফিসের কাজকর্ম সারছেন। এই নিয়ে লেখালেখি হয়েছে অনেক, কোন ফল হয়নি।

সুতী এবং সাগরদীঘি এলাকার ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষের বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, অফিসার ছাড়াই অফিস কিভাবে চলছে আপনারা এসে দেখে যান।

গ্রেপ্তার : ৯ জুলাই জঙ্গিপুর কলেজের ৩য় বর্ষের জনৈক ছাত্রকে মারধোরের অভিযোগে, ছাত্রনেতা চিত্ত মুখার্জ্জীর হস্তক্ষেপে, রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ আজ সাহেববাজার থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। 'মস্তান' বলে কথিত অন্যান্য অভিযুক্তরা পলাতক।

মহকুমায় বসন্তরোগে ৮৫ জনের জীবনহানী

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ জুলাই—জঙ্গিপুর মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে যে, চলতি বছরে মহকুমায় বসন্তরোগ মহামারী আকার ধারণ করেছে। ১ জানুয়ারী থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত ৩৮৫ জন ওই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তার মধ্যে ৮৫ জনের মৃত্যু ঘটেছে। মহকুমা সংলগ্ন বিহারের পাকুড়, বারহারোয়া, হিরণপুর এবং রাঁচী থেকে অনেকে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে সুতী, সামসেরগঞ্জ, ফরাক্কায় চলে আসায় ওই সমস্ত এলাকায় বসন্ত-রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এই রোগের প্রকোপে সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুতী ব্লক এবং সব চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাগরদীঘি ব্লক।

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফরাক্কায় সূতাকল হচ্ছে

ফরাক্কা : ফরাক্কায় এখন শুধু স্থান নির্বাচনের পালা। কোন কোনটি প্রাথমিক পর্য্যায়ের, কোনটির আবার 'পাত পাড়বার' পর্য্যায়ের।

'নিরোধ' তৈরী কারখানা আর সূতাকলের জন্য তোড়জোড় পাত পাড়বার পর্য্যায়ে পৌঁচেছে। গত ৬ জুলাই হিন্দুস্থান ল্যাটেকস লিঃ ও পঃ বঙ্গ শিল্প দফতর দেখে গেলেন। গত ২২ জুলাই পঃ বঙ্গ ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশনের কর্মকর্ত্তা আর, আর, চ্যাটার্জী ও পঃ বঙ্গ ইনডাসট্রিয়াল ইনফ্রাষ্ট্রাকচার ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশনের এম, কে, চ্যাটার্জী এসেছিলেন সূতাকলের স্থান নির্বাচনের জন্য। ফরাক্কা-খেজুরিয়াঘাট দুটি স্থানই দেখে গেলেন। এঁদেরও সফর 'পাতপাড়া' পর্য্যায়ের। নিরোধ কারখানার মূলধন ১ কোটি ৩০ লাখ। কর্মীর সংস্থান ৩৫০ জনের। সূতাকলের মূলধন প্রায় ৪ কোটি টাকা। কর্মীর সংখ্যা হবে প্রায় ৮০০ জন। সমস্ত রকম প্রস্তুতি চলছে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৮১ সাল।

॥ নজরে পড়িবার অপেক্ষায় ॥

৩৪নং জাতীয় সড়ক এবং জঙ্গিপুর রোড রেল-ষ্টেশনের সহিত রঘুনাথগঞ্জ শহরকে যে রাস্তাটি যুক্ত করিয়াছে, তাহা নানা দিক দিয়া যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই রাস্তা স্থানীয় 'ফুলতলা'য় আসিয়া শহরের পৌর এলাকাধীন রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। 'ফুলতলা' রঘুনাথগঞ্জের প্রবেশ দ্বার। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা এবং এমন কি বিভিন্ন প্রদেশের সহিত যোগাযোগ রক্ষাকারী একমাত্র প্রধান সড়ক এটি। ফলে রাস্তাটি এই শহরের প্রাণসঞ্জীবনী। ব্যবসায়-বাণিজ্য সুবাদে বহু ট্রাক-লরী প্রতিদিন ফুলতলা দিয়া এখানে আসিতেছে। বীরভূম, উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি স্থানের দূরগামী বাস এবং অন্যান্য অঞ্চলে যাতায়াতকারী বাস এখানে আসে। ইহার ফলে ট্রেনযাত্রী ও বাসে বিভিন্ন অঞ্চলের জনসমাগম ফুলতলায় হয়। তাই স্থানটি বাস-ট্রাক-রিকশয় এবং মানুষে জমজমাট হইয়া থাকে। আর সঙ্গত কারণেই এখানে নানা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। রাস্তার দুইধারে অস্থায়ী আকারের হইলেও হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট, চা-পান-বিড়ির দোকান, মুদিখানা, মিষ্টির দোকান, তেলেভাজার দোকান, দাঁতের ডাক্তার, ফলওয়ালা, লটারির টিকিট বিক্রেতা, সেলুন প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে রাস্তার উভয় পার্শ্বের অনেকটা দখলীকৃত। ইহার উপর আম-লিচু-পেয়ারার ঝাঁকা রাস্তাটিকে আরও ক্ষীণ কলেবর করে। ফলে দুইটি বাস বা ট্রাক পাশাপাশি চালান এক এক জায়গায় অসাধ্য।

সম্প্রতি রাস্তাটির দুই দিকে স্থানে স্থানে গর্ত হইয়াছে। এই গর্তগুলি রিকশ, সাইকেল প্রভৃতির পক্ষে বিপদের কারণ। বিপরীতমুখী ট্রাক বা বাসকে পাশ কাটাইতে গেলে সাইকেল বা রিকশকে ঐ সব গর্তে পড়িতে হয়। তাহাতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এই রাস্তার যে যে অংশ খারাপ হইয়াছে, তাহা পুরসভার অধীন নয়। জেলা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীন হওয়ার জন্য ইহা মেরামতের ব্যবস্থা জেলা বোর্ডেরই করণীয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শহরের সহিত বাহিরের যোগ-সূত্র এই রাস্তার সম্প্রসারণ বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু ইহার অপরিচ্ছন্ন ও ঘিঞ্জি ভাব ইহাকে চরম দুর্দশা-গ্রস্ত করিয়াছে। অবিরত যানবাহন চলাচলের জন্য ভারী গাড়ীর চক্রপিষ্ট আমের আঁঠি ও ডাবের খোলা, গোবর-কাদা এমনভাবে ছড়াইয়া ছিটাইয়া থাকে যাহা মাড়াইয়া চলিতে গা ঘিনঘিন করিতে থাকে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে বহিরাগতদের কাছে শহরের মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে। এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি যাহাতে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগ যেন উদাসীন না থাকেন —ইহাই আমাদের অনুরোধ।

॥ হর্ষবর্দ্ধন ॥

—শ্রীবাতুল

মৎপুত্র হাবা উবাচ

আপনারা চাইছেন, আমরা ছাত্রেরা ভালভাবে পড়াশুনা করে নিজেদের গড়ে তুলি। আমরাও তাই চাই। কেমন গড়ে উঠছি! রেশনের চালে-গমে মা-বাবা আর তিন ভাইবোনের পুরো সপ্তাহের আহার হয় না। আনাজ তরকারি পাতে বড়ির আকার; এগুলি বেশি খেয়ে পেট ভরাবারও উপায় নাই। সেলাই-তালির জামা-পায়জামা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

অধ্যয়ন-তপস্যার কম ঝকমারি! দরকার মত কাগজ নেই; উর্ধ্বমুখী দরে কাগজের বাজেট ছাঁটাই করে দিয়েছে বাড়িতে। ইংরেজী বছরের সপ্তম মাসেও ছাপা-নেই এবং দামে-আগুন বই কয়েকটা কেনা হয়নি। খেলাধুলো মাথায় উঠেছে। ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে প্রতিদিনই বাড়ির নেই-চাহিদা মেটাতে কাটে।

বিকেলে ইস্কুলের পড়াশুনা করে নেব, তা এই-জন্যেই হয় না। রাত্রের পড়াশুনা শিকেয় ওঠে; বিদ্যুৎ বিদেয় নেয় স্বধর্মগতিতে। রেশনের আধ-লিটার তেল বাড়ির দুটো বাতিকে পুরো সপ্তাহটা বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

বলতে পারেন, এত নেই-এর অভিযোগ চলে না। হিতবাণী শুনি যা আছে, যেটুকু আছে (যদিও নেই) —তাকেই কাজে লাগানোর। দয়া করে একবার উঁচু মাচা থেকে নেমে আমাদের মতো ধরাশায়ী হয়ে দেখিয়ে দিন। সকাল থেকে পেটে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে, পরণে নেই, পড়বার নেই। আমরা ভবিষ্যতের নাগরিক, দেশের আশাভরসা—আপনাদের দাবী। ওটা কিন্তু উচ্চ মঞ্চাসীন ছা-পোনাদের বেলায়; আমরাও গণতন্ত্রের যোগানদার।

কাগজে, জনসভায়, জটলায় সমাজবিরোধীদের মুণ্ডপাতে ব্যস্ত ভাগ্যবানেরা ওদেরই 'ত্বংগতিঃ'। ইমারত, শেয়ার, কারেণ্ট অ্যাকাউণ্ট, ফিক্সট ডিপোজিট বেড়ে চলে তাঁদের বিভিন্ন কনসারন-এর দৌলতে। সামাজিক অনুষ্ঠানে বরেণ্য এঁরা; পৌর সভা-দল-সংঘ সমিতির এঁরা সঞ্জীবনী। যত সব ইমপরট্যানট পারসন এঁদের দ্বারা আপ্যায়িত হন। এঁদের কথার ওজন থাকে। জিনিসের যোগান ও মূল্যের অর্থনীতিক সূত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ভোগের কমতি এঁরা করেন না।

আমি ইমপরট্যানট হতে চাই। তাই একটা দলে জুটে যাব মনে করছি।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

অমানুষিক

গত ১৬ জুন খেলার মাঠে আমার পায়ের আঙ্গুল গভীরভাবে কেটে যায়। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আমি চিকিৎসার জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা সদর হাসপাতালে আসি। জরুরী বিভাগে কর্মরত ডাঃ রায় চৌধুরীকে আমার চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করি। তিনি দশ টাকা নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চাইলে আমি টাকা দিতে অস্বীকার করি। তিনি বার বার আমার কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করেন এবং বারবার বলেন, রবিবার টাকা ছাড়া কোন চিকিৎসা হবে না। আমার শোচনীয় অবস্থা দেখেও তিনি আমাকে হাসপাতাল থেকে বিনা চিকিৎসায় ফিরিয়ে দেন। আমার প্রশ্ন, সরকারী চিকিৎসক হয়ে তিনি এ ধরণের ক্ষমতা অপব্যবহারের সাহস পান কোত্থেকে? ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই চিকিৎসকের অমানুষিক আচরণ অনুসন্ধান করে দেখবেন কি?

—সুভাষচন্দ্র সরকার, আহিরণ।

জনান্তিকে

গত সংখ্যায় আপনার পত্রিকায় আমার "শোকজ"র ব্যাপারটা নিয়ে একটা খবর বেরুনোর পর বিভিন্ন জনে প্রতিদিন জানতে চাইছেন মহকুমার কোন্ কোন্ ব্লক থেকে আপনার বিরুদ্ধে ঐ রকম মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে? সকলের কাছে প্রতিদিন উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকাশ্যে বলতে চাই, ফরাক্কা, সুতী ব্লক—১, সাগরদীঘি, রঘুনাথগঞ্জ—২ ও রঘুনাথগঞ্জ ব্লক—১ এর শুধুমাত্র প্রথম সহ-সভাপতিরা আমার বিরুদ্ধে কোথাও কোন অভিযোগ করেননি বা ওসব ঘটনাই জানেন না বলে আমাকে লিখিত পত্রে জানিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সাগরদীঘি ব্লকের সাধারণ সম্পাদক মহাশয়ের কাছে যাবার সময় আমার হয়নি। তবে এটুকু জানতে পেরেছি যে, রঘুনাথগঞ্জ ব্লক—১ এর দুই সাধারণ সম্পাদকই 'শোকজ' করিয়ে কংগ্রেস থেকে তাড়াবার জন্যে বেশী সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের বিশেষ অনুরোধে 'পরের চোখে দেখেন, পরের কানে শুনেন' এমন দু'একটি ব্লকের কংগ্রেস সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক যেমন সুতী—২ ও সমসেরগঞ্জ লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন বলে জেনেছি। তাঁরা "সাতটি ব্লক" বলে যা উল্লেখ করেছেন তা' কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতো তাঁদের সহজাত ও স্বভাবজাত মিথ্যা কথা। আর স্থানীয় এম-এল-এ তো আমার উপর জানিনা কি কারণে খড়্গহস্ত! তিনি তো দেবেনই—এতে আমার দুঃখ নাই। শুধু তাঁদেরকে সেই সব সপ্তরথীদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে জাগে—"এই কেলেঙ্কারী রাজনীতির শেষ কোথায়?"

ভবদীয়—
চিত্ত মুখার্জ্জী, রঘুনাথগঞ্জ

বিদ্যুৎ সংকট

প্যাকেজড থারমাল প্ল্যাণ্ট কেন বিক্রি হবে?

ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি, ২৪ জুলাই—জুন মাসে বিদ্যুৎ সরবরাহ কিছুটা স্বাভাবিক হ'লেও চলতি মাসের গোড়া থেকে নতুন করে শুরু হয়েছে বিদ্যুৎ সংকট। বহু পরিচিত লোড শেডিং দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি জঙ্গিপুর মহকুমার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। শ্রমিক কর্মচারীদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। ছাপাখানা, আটাচাকী, ধান ভানাই কল, ফটো ষ্টুডিও ইত্যাদি ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের নাভিশ্বাস উঠছে।

ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ বাণিজ্যকেন্দ্র ও শিল্পাঞ্চল অব্যাহত বিদ্যুৎ সংকটে পর্যুদস্ত। রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর শহরও অন্ধকারে নিমজ্জিত। সাগরদীঘিতে পর পর কয়েকদিন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ। অফিসে বিক্ষোভ জানিয়েও ফল হয়নি। মোটামুটি সব জায়গাতেই সাত ঘণ্টা থেকে সত্তর ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকছে। চরম সংকটের দিনে বিদ্যুতের অপচয়ও কম হচ্ছে না। বিয়েবাড়ী, রঘুনাথগঞ্জ শহরের কয়েকটি মিষ্টির দোকান ছাড়াও বাঁধনগরী ফরাক্কার কোয়ারটারগুলিতে বিদ্যুতের মাত্রাতিরিক্ত অপচয় দেখা গিয়েছে।

ঠিক এই সময় ফরাক্কার প্যাকেজড্ থারমাল প্ল্যাণ্ট জলের দরে বিক্রীর অপচেষ্টার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় মহকুমায় হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার সাপ্তাহিক এবং কলকাতার দৈনিক সংবাদ-পত্রগুলিতে এই নিয়ে খুব লেখালেখি চলছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ সমিতির ফরাক্কা ইউনিট প্রচারিত ইস্তাহারে অবিলম্বে ওই প্ল্যাণ্ট বিক্রীর সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে বলেছেন, তিন মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী এই প্ল্যাণ্টটি বেচে দিলে ব্যাণ্ডেল থেকে সমপরিমাণ বিদ্যুৎ ফরাক্কায় সরবরাহ করা হবে। অথচ এই প্ল্যাণ্টটিকে মেরামত করে চালু করলে উৎপাদিত বিদ্যুতে ফরাক্কা এবং সন্নিহিত অঞ্চলে পুষিয়ে যাবে, কিছু লোকের কাজের সাশ্রয় হবে এবং ব্যাণ্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সেই তিন মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাঁচিয়ে কলকাতা ও কলকাতার শিল্পাঞ্চলে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। তাঁরা এই যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে আরও দাবি করেছেন, কোন ঠিকাদারকে দিয়ে এই প্ল্যাণ্ট মেরামত না করিয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে নিজেদের প্রচেষ্টায় প্ল্যাণ্টটি মেরামত করে ফরাক্কা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে।

এদিকে নির্ভরযোগ্যসূত্রে পাওয়া এক খবরে জানা গিয়েছে, আর একটি থারমাল পাওয়ার ষ্টেশন স্থাপনের জন্য বিশেষজ্ঞদল সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ এবং খেজুরিয়ায় জায়গা দেখে গিয়েছেন। তবে ঠিক কোথায় পাওয়ার ষ্টেশনটি বসানো হবে, তা এখনই সঠিক বলা যাচ্ছে না।

সিদ্ধ অর্থে

—দিলদার

শোভান আল্লা! এরূপ ইতিহাস কেউ করেনি রচনা। নূতন সংস্করণ, সম্পূর্ণ নজিরহীন অভিনব ইতিহাস। আড়াই হাজার বছর পূর্বে নেপালের কপিলাবস্তুর এক সিদ্ধার্থ স্বাক্ষর রেখে গ্যাছেন ধর্ম-প্রচারে নজিরহীন ইতিহাসের। আর এক 'রাজ-ধর্মের' ইতিহাস দেখছি বর্ত্তমানকালে। অপূর্ব, অপূর্ব! সাধু, সাধু। চুহা, খটমল, মচ্ছর ঔর ডিইট মারতে একেবারে নিজেদের ঘরেই অগ্নিসংযোগ। দিল্লীতে পাওয়া তালিমে পাশ্চমবঙ্গে জোরতার সারকাশ শো। বড়ো বহনকে খোশী করতে যেন এ খেলা নিজ মাথাকলে প্রস্তুত। রঙ মোটামুটি পাকা। তবে জলে কাচতে গেলে যে রঙ কতটুকু থাকবে গ্যারাণ্টি দিতে অপারগ। একেবারে নতুন কিনা! ভাংচু সাহেবের ধোবিপাটে দেয়া হয়েছে 'সাফা' করার জন্য। শেষমেশ কার রঙ থাকবে আর কে ফাটবে বলাটা উচিত নয় আগে ভাগে। কেন না, সে রকম পাকা কথা স্বয়ং রাজা মুণ্য দিতে পারেননি। যদিও 'স্বর্গ যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে, একা আমি পড়ে রব কর্ত্তব্য সাধিতে' বলে ঘোষণা করছেন।

সারকাশ-শিবিরে তাশ উড়ানর খেলাও ইতোমধ্যে বেশ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা শুরু করেছে। তিন রঙের তিনটি সাহেব তাশ উধাও। উড়ে গ্যাছে হাতের কৌশলে। ওদিকে ভাংচু সাহেব তো 'জল পড়ে, মাথা নড়ে' অবস্থা। সারকাশের ম্যানেজার যেমন যাদু দণ্ড উত্তোলন করেন, আর অমনি পাকা তাশ উধাও।

কি হবে শেষ পর্যন্ত জানেন বোধ হয় সকলেই। দিলদারেরও মনে হয়, 'কত টিম যে হায়রাণ হলো, হায়রে বাপরে বাপ; কাঞ্চনতলায় রহে গেল কাঞ্চনতলার কাপ'—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মশায়ের হাসির গানটিই ফলবে। মাঝে থেকে সারকাশের খেলা দেখবেন বিশ্ববাসী।

(মতামত দিলদারের নিজস্ব)

কাগজের দাবিতে স্মারকলিপি

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ জুলাই বীরভূমে ছাত্রদের বিয়াল্লিশ পয়সা দিস্তা দরে মাসে প্রতিটি ছাত্রকে দু'দিস্তা করে কাগজ সরবরাহ করা হচ্ছে। এখানে ছাত্রদের কেবলমাত্র সাপ্তাহিক আধ লিটার করে কেরোসিন তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। তাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাই এস, এফ, আই-এর পক্ষ থেকে কেরোসিন, ন্যায্যমূল্যে কাগজ, স্থানীয় জনৈক কেরোসিন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে অসৌজন্যমূলক চিঠি লেখার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে গত ১২ জুলাই মহকুমা শাসকের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

অবৈধ সার বিক্রির মুক্তাঞ্চল

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ জুলাই—কিছুদিন থেকে এই থানার জরুর অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ সার কেনাবেচা চলছে। এই সার নাকি রাতের অন্ধকারে গোপনে ট্রাকযোগে জাতীয় সড়ক ধ'রে জরুর, তালাই, বাড়ালা এই সব গ্রামে যায়। পরে রাতেই ঐ সার ঐ সব গ্রাম থেকে বিক্রি করা হয়। দিনের পর দিন কিছু সমাজ বিরোধী এইভাবে প্রচণ্ড মুনাফা লুটছে। অপর দিকে প্রশাসন সম্পূর্ণ নীরব। জনসাধারণের মনে নানা রকম সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

রাহাজানি

হিলোড়া, ১৬ জুলাই—রঘুনাথগঞ্জ থেকে এখানে ফেরার পথে নাজিরপুর মাঠে গতকাল রাত্রে কয়েক-জন দুর্বৃত্ত স্থানীয় জনৈক ব্যক্তির গরু গাড়ীর গতিরোধ কোরে ছোরা দেখিয়ে কয়েক হাজার টাকার বাসনপত্র, নগদ টাকা, হাতঘড়ি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনাটি সুতী থানার, সেইজন্য রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে নাকি ঔদাসীন্য দেখানো হয়।

খেলার মাঠে রেফারী প্রহৃত

আজ ২৪ জুলাই জঙ্গিপুর মহকুমা সদর হাস-পাতাল ময়দানে অফিস লীগের পুলিশ বনাম আদালতের ফুটবল খেলায় রেফারী প্রহৃত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রেফারী সুব্রতবাবু আজকের খেলা পরিচালনার সময় ঘাবড়ে গিয়ে অফ সাইড, ফাউল, হ্যাণ্ডবল কিছুই ধরছিলেন না। মাঠে উত্তেজনা বাড়ছিল। এমন সময় পুলিশ দল আদালতকে একটি গোল দিলে আদালত দলের একজন উত্তেজিত অতিরিক্ত খেলোয়াড় মাঠের ভেতর প্রবেশ করে রেফারীকে প্রহার করেন। পুলিশ দলের সমর্থকরা তখন সেই খেলোয়াড়কে রেফারীকে মারার জন্য পাল্টা প্রহার করেন। বিচার বিভাগ বনাম শাসন বিভাগের ফুটবল মাঠের উত্তেজনাপূর্ণ লড়াই উপস্থিত দর্শকরা মজার সাথে উপভোগ করেন।

ডেণ্টাল হল

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

(দরবেশপাড়া)

জঙ্গিপুর মহকুমায় আধুনিক ধরণের ডেণ্টাল ক্লিনিক। এখানে বিনা যন্ত্রণায় দাঁত তোলা ও সুলভে দাঁত বাঁধান হয়। দাঁতের স্কেলিং ও ফিলিং প্রভৃতি করা হইয়া থাকে। জনসাধারণের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছাই আমাদের একমাত্র কাম্য।

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন—আর, জি, জি ১৯

হরেকৃষ্ণ কোঙারের মৃত্যুতে শোক

মারকস্ বাদী কমিউনিষ্ট পারটির অন্যতম নেতা, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং 'বর্দ্ধমানের লেনিন' হরেকৃষ্ণ কোঙারের মৃত্যুতে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মত রঘুনাথগঞ্জেও শোক পালনের উদ্দেশ্যে ২৪ জুলাই বেলা দু'টোর পর সমস্ত সরকারী সংস্থা এবং স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৩ জুলাই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ২২-৯-৭৪ তারিখে অত্র বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির পুনর্গঠনের জন্য নির্বাচন হইবে। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত স্কুলে (স্কুল চলাকালীন) যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

নির্বাচনের বিস্তারিত কর্মসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ ও সময়—২১-৮-৭৪ বেলা ২টা।

(২) ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার দাবী অথবা আপত্তি দাখিল করার তারিখ ও সময়—২৯-৮-৭৪ বেলা ২টা পর্য্যন্ত।

(৩) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ ও সময়—৭-৯-৭৪ বেলা ২টা।

(৪) মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়—১৭-৯-৭৪ বেলা ২টা পর্য্যন্ত।

(৫) মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করিবার তারিখ ও সময়—১৮-৯-৭৪ বেলা ২টা

(৬) মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের তারিখ ও সময়—১৯-৯-৭৪ বেলা ২টা পর্য্যন্ত।

(৭) নির্বাচনের তারিখ ও সময়—২২-৯-৭৪ (রবিবার) (সকাল ৯টা হইতে ১২টা এবং প্রয়োজনবোধে—দুপুর ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত।)

স্বাক্ষর—মোহাঃ সোহরাব,
প্রধান শিক্ষক
বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চতর
মাধ্যমিক বিদ্যালয়
পোঃ বাড়ালা, (মুর্শিদাবাদ)।

বাড়ালা,
১৯-৭-৭৪

১ম পৃষ্ঠার পর [**বসন্তরোগে ৮৫ জনের জীবনহানী**]

রঘুনাথগঞ্জের শ্রীধরপুর, খিদিরপুর এবং কানুপুরে ১৯ জুন পর্যন্ত ওই রোগে আক্রান্ত ৯ জনের মধ্যে ১ জন মারা গিয়েছেন।

বসন্তরোগের পাদুর্ভাব দমন এবং প্রভাব বৃদ্ধিবন্ধ করতে ব্যাপক টিকাদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মুর্শিদাবাদ ও সাঁওতাল পরগণা জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের ভারপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের বৈঠকে। সাঁওতাল পরগণা ও মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্ত্তী সংশ্লিষ্ট ব্লকগুলিতে ১০ কিলোমিটার হিসেবে দুইদিকে এক বাফারজোন করে যুগ্মভাবে বসন্ত নিরোধ অভিযান শুরু হয়েছে।

মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে আরও জানা গিয়েছে, টিকাদান অভিযান চালাতে গিয়ে ধুলিয়ান পৌর এলাকার একটা পাড়ায় এবং রঘুনাথগঞ্জের একটা গ্রামে হেঁসো নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের টিকাদানে বাধা দেওয়া হয়েছে। স্যানিটারী ইনস্পেক্টর পশুপতি রায়কে বসন্তের টিকাদানে অবহেলার অভিযোগে সাসপেণ্ড করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আমার প্রথমা পত্নী সত্যভামা দাসের মৃত্যুর পর একটি জাল উইল শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস হাল সাং সৌদুগঞ্জ, পোঃ জিয়াগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, তাহার হস্তগত লোক, লেখক ও সাক্ষী করিয়া অন্যায় কুঅভিসন্ধিমূলে উহাদের সহিত ষড়যন্ত্রে সহায়তা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
সাং রামনগর, পোঃ বালিয়া
হাল সাং খাগড়া,
পোঃ খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৩/৮/৭৪

১৮/৭৩ স্বত্ব ডিঃ ফজলুল হক দেং বেহুলা বেওয়া দাবি ৭২৬-৯৫ থানা সুতী মৌজে ইসলামপুর ১২ শতকের কাত ৯০ পঃ তন্মধ্যে ৫ শতকের কাত ৩৮ পঃ আঃ ৬০৲ খং ১১৪ স্থিতিবান স্বত্ব। ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১৬ শতকের কাত ৩৫ পঃ আঃ ৬০৲ খং ৪৭ ঐ স্বত্ব। ৩নং লাট থানা ঐ মৌজে পুরাপাড়া ২-৪০ শতকের কাত ৬-১২ পঃ তন্মধ্যে ৫১ শতকের কাত ১-৩০ পঃ খং ১৯৭৭

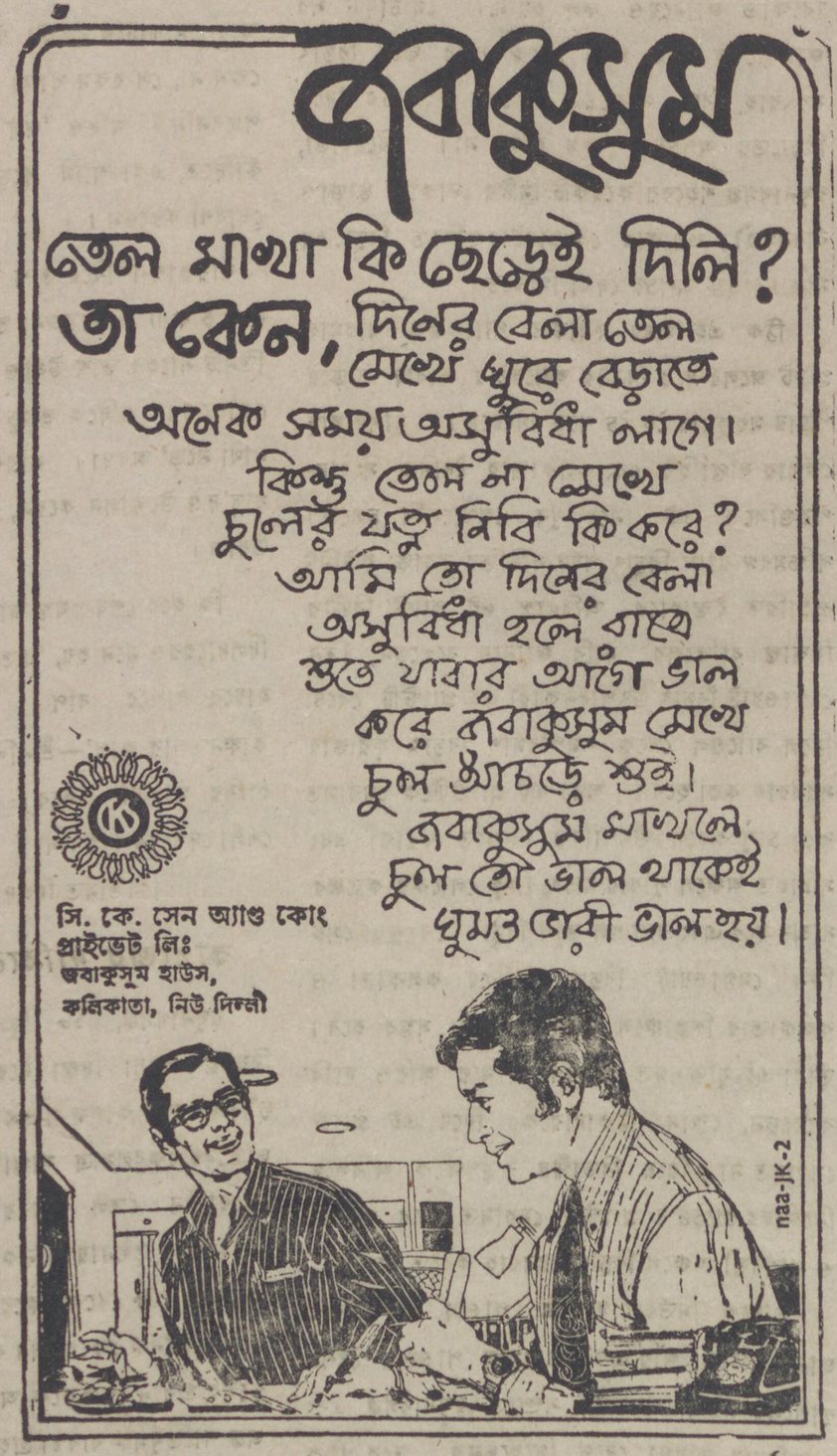

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।